

দশম অধ্যায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ শক্তি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হ'ল চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন এবং তার পরিকল্পিত ও যথাপযুক্ত ব্যবহার। শিল্প, কৃষি, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক। সাম্প্রতিককালে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে এর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যা দেশের কৃষিখাতের উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ফলে দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে এবং ক্রমশঃ মানুষ দারিদ্র সীমা রেখা থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) এবং পিজিসিটি নামক সংস্থাসমূহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে দেশের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে বেসরকারি খাতকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হচ্ছে, যাতে সরকারের বিঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। নিম্নের সারণি ১০.১-এ বিগত ৫ বছরে জিডিপি'তে বিদ্যুৎ উপ-খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি -১০.১ঃ বিগত ৫ বছরে (২০০০-২০০৫) জিডিপি'তে বিদ্যুৎ উপখাতের অবদানের হার (%) ও প্রবৃদ্ধির হার (%)

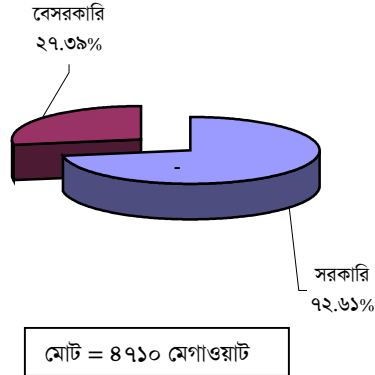
	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (সাময়িক)
জিডিপি'তে বিদ্যুৎ উপখাতের অবদানের হার (%)	১.২৩	১.২৭	১.৩০	১.৩৪	১.৩৮
বিদ্যুৎ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার (%)	৭.৬০	৭.৭৮	৭.২৯	৯.১৯	৯.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

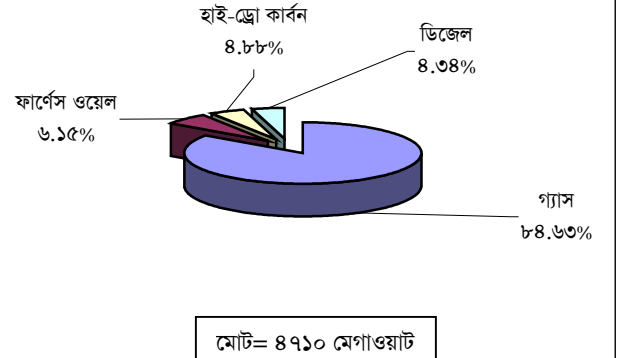
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদা

বিগত ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে সরকারি খাতে ৩৪২০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ১২৯০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৭১০ মেগাওয়াট। সরকারি খাতের অনেকগুলো উৎপাদন ইউনিট অতি পুরাতন হওয়ায় এগুলো হ্রাস প্রাপ্ত ক্ষমতায় চালাতে হচ্ছে। একারণে এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও প্রাপ্যতা কম। বিগত কয়েক বছর ধরে উৎপাদন ঘাটতির কারণে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। অদ্যাবধি (এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ ৩৬৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ সালের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নের লেখ চিত্র ১০.১ এবং ১০.২ এর মাধ্যমে দেখানো হ'লঃ

লেখ চিত্র ১০.১ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, ২০০৩-০৪



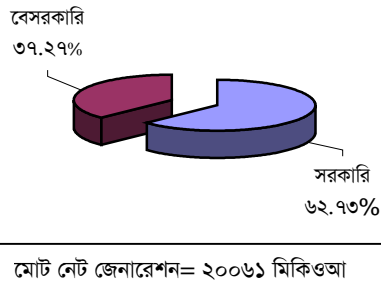
লেখ চিত্র ১০.২ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (ফ্যুয়েল টাইপ) ২০০৩-০৪



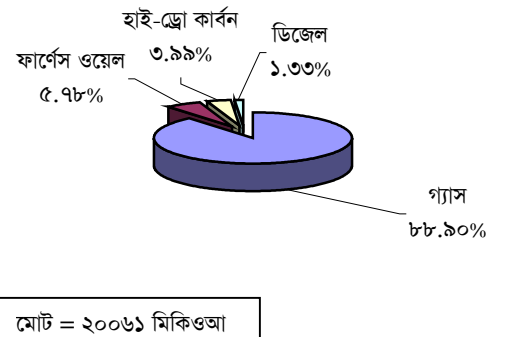
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার

২০০৩-২০০৪ সালে সরকারি খাতে ১২৫৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে ৭৪৭৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ২০০৬১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ বিদ্যুৎ উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় ৮.৯০ শতাংশ বেশি। মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬২.৭৩ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৩৭.২৭ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। অপরপক্ষে মোট নীট উৎপাদনের ৮৮.৯০ শতাংশ গ্যাস ভিত্তিক, ৩.৯৯ শতাংশ পানি ভিত্তিক এবং ৭.১১ শতাংশ তেল ভিত্তিক। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার কিছুটা কমেছে, পক্ষান্তরে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় বিগত বছরের তুলনায় ২ শতাংশ বেড়েছে, যা সরকারের কোষাগার থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় তেল আমদানির ব্যয় বাড়িয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের ১৪৪ কিলোওয়াট আওয়ার হতে ২০০৩-২০০৪-অর্থবছরে ১৫৫ কিলোওয়াট আওয়ারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নের লেখচিত্র ১০.৩ ও ১০.৪ এর মাধ্যমে মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার দেখানো হ'লঃ

লেখ চিত্র ১০.৩ঃ জেনারেশন প্যাটার্ন, ২০০৩-০৪



লেখ চিত্র ১০.৪ঃ জেনারেশন প্যাটার্ন (ফ্যুয়েল টাইপ) ২০০৩-০৪



১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৮ হাজার ৮ শত ৪১ মিলিয়ন সিএফটি গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করেছে। যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৮২ মিলিয়ন সিএফটিতে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে সারণি ১০.২ -এ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির পরিসংখ্যান দেয়া হলঃ

সারণি ১০.২ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন সিএফটি)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন গ্যালন)		
		ন্যাপথা	ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
১৯৭৫-৭৬	৮৮৪১	২.৯২৪	১৮.০২১	০.০৮৬
১৯৭৬-৭৭	১০৮৫০	৪.১৫৯	১৬.৫১২	১৪.৯৫৫
১৯৭৭-৭৮	১৩০৮১	৪.০৯৪	১৭.৭৭১	২২.৭৪০
১৯৭৮-৭৯	১৪৫৯০	২.২০৭	২৮.২৫৩	১৮.৫৯২
১৯৭৯-৮০	১৫৯৪১	০.৫৬৩	২২.৮০১	২৯.৬১১
১৯৮০-৮১	১৮৯০৪	-	১৫.১০৬	৪৬.০৮১
১৯৮১-৮২	২২২৫১	-	১৭.০৪৬	৫০.৫০৯
১৯৮২-৮৩	২৭৬৯৮	০.১৭৫	২৬.৪১৫	২৪.৯০৭
১৯৮৩-৮৪	৩০২৯৯	০.৯৯৮	৩৮.৬২৪	১৯.০৬২
১৯৮৪-৮৫	৩৮১১৬	০.৪৫০	৪৪.২৬০	২০.৭৩৪
১৯৮৫-৮৬	৩৪৮১০	-	৬২.৩৭৪	৩১.৩৫৬
১৯৮৬-৮৭	৫১৭৭৪	-	৪৩.৭৯১	২০.৭৫৯
১৯৮৭-৮৮	৫৯২২১	-	৫০.৯৩৮	১১.৪৪১
১৯৮৮-৮৯	৬২২৯২	-	২৬.৯৯৩	২২.৭৯০
১৯৮৯-৯০	৭২৪৬১	-	১১.৭৭২	১৭.১৬৬
১৯৯০-৯১	৭৮২৫৮	-	৩.৯০১	৮.৯৪১
১৯৯১-৯২	৮৩৮০৩	-	১৫.১৫৩	১৬.৬৭৩
১৯৯২-৯৩	৮৮১১৭	-	২৮.০০২	২০.৭২৭
১৯৯৩-৯৪	৯২০৬৪	-	২৬.৯৯৭	২৫.০৩৭
১৯৯৪-৯৫	১০৩৯০৮	-	২৬.০৫৪	৪৭.৭০০
১৯৯৫-৯৬	১০৬৫৯৩	-	১৬.৬২৯	৪৪.১১৩
১৯৯৬-৯৭	১০৭২৪০	-	২৭.৩৮৯	৬৬.৯১৫
১৯৯৭-৯৮	১২০৩৭৬	-	২৩.৮৬৫	৭০.৪৩১
১৯৯৮-৯৯	১৩৬৮০২	-	১১.৬৯২	৫৩.৯১৬
১৯৯৯-০০	১৪১৩৩০	-	৩০.২২০	২৪.৩১১
২০০০-০১	১৫১৩১২	-	২৫.০৮৮	২০.২৪৩
২০০১-০২	১৫১৫৭৭	-	২২.৪৬৪	১৪.৫২১
২০০২-০৩	১৩১১৮০	-	৩৩.৯২৭	১৬.৩০০
২০০৩-০৪	১৩৪৪৮২	-	৪৬.০২১	২৫.১৫২

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিগত (২০০২-২০০৩) অর্থ বছরে মোট ১৮০২৩.৬১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করেছে। এ বিক্রিত বিদ্যুতের ৩৪.৪৫ শতাংশ ডেসা, ৪.৭৮ শতাংশ ডেসকো, ৩৩.৩৬ শতাংশ আরইবি, ২৭.৪১ শতাংশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব রিটেইল গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বিগত বছরের তুলনায় ডেসার বিদ্যুৎ ক্রয়ের হার কমেছে ১৬.৫০ শতাংশ এবং আরইবি'র ক্রয় বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতায় স্বল্পতার জন্য গত কয়েক বছরে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে ১৬৭২ মেগাওয়াট, ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ২১১৪ মেগাওয়াট, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ২৪৪৯ মেগাওয়াট, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২৬৬৫ মেগাওয়াট,

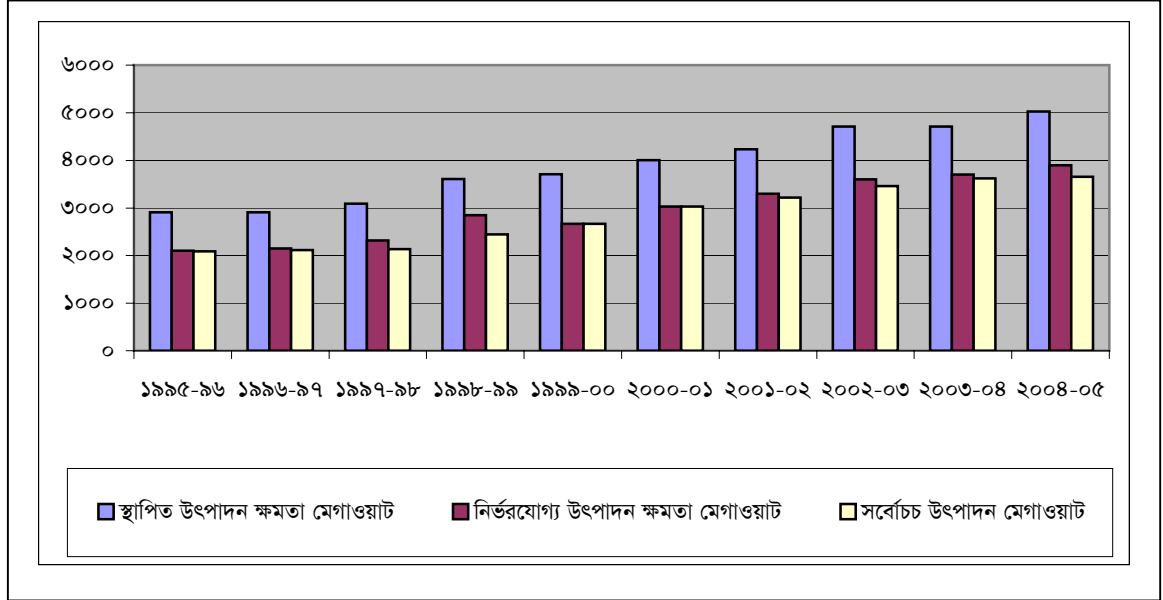
২০০০-২০০১ অর্থবছরে ৩০৩৩ মেগাওয়াট, ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৩২১৮ মেগাওয়াট, ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ৩৪৫৮ মেগাওয়াট ও ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৩৬২২ মেগাওয়াট এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত ৩৬৫২ মেগাওয়াট এ উন্নীত হলেও বিদ্যুৎ সংকট সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিভিন্ন বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন নিম্নের সারণি ১০.৩ঃ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি- ১০.৩ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন
মেগাওয়াট

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা মেগাওয়াট	নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা মেগাওয়াট	সর্বোচ্চ উৎপাদন মেগাওয়াট
১৯৯৫-১৯৯৬	২৯০৮	২১০৫	২০৮৭
১৯৯৬-১৯৯৭	২৯০৮	২১৪৮	২১১৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৩০৯১	২৩২০	২১৩৬
১৯৯৮-১৯৯৯	৩৬১১	২৮৫০	২৪৪৯
১৯৯৯-২০০০	৩৭১১	২৬৬৫	২৬৬৫
২০০০-২০০১	৪০০৫	৩০৩৩	৩০৩৩
২০০১-২০০২	৪২৩০	৩৩০০	৩২১৮
২০০২-২০০৩	৪৭১০	৩৬০০	৩৪৫৮
২০০৩-২০০৪	৪৭১০	৩৭০০	৩৬২২
২০০৪-২০০৫ (এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত)	৫০২৫	৩৯০০	৩৬৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

লেখচিত্র ১০.৫ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন।



বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি

বিগত বছরগুলোতে চাহিদার তুলনায় প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতায় ঘাটতির কারণে প্রকৃত পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ায় এবং কয়েকটি নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ শেষে চালু হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লোডশেডিং এর ব্যাপকতা হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিস্টেমে ৩৩ কিলোভোল্ট, ১১ কিলোভোল্ট বিদ্যুৎ বিতরণ বিতরণ করা হয়। ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে মোট ৩২৭৮০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ছিল যা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪২৩২ কিলোমিটার হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে গ্রাহক সংখ্যাও ৯,০৩,০০১ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৯৪,৯৫৮ তে দাঁড়িয়েছে।

সিস্টেম লস ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিস্টেম লস একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিউবোর সিস্টেম লস (নীট উৎপাদনের উপর) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ১০.১৬ শতাংশ হতে ত্রাস পেয়ে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। মার্চ, ০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিকট বিউবো'র বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ প্রায় ৪৬২১.২৩ কোটি টাকা এবং দেনার পরিমাণ ৫৭০১.৯৪ কোটি টাকা। বিগত কয়েক বছরের সিস্টেম লস বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনা এবং দেনার পরিমাণ নিম্নের সারণি ১০.৪- এ দেখানো হ'লঃ

সারণি- ১০.৪ : বিউবোর সিস্টেম লস এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনা ও দেনার পরিমাণ

অর্থবছর	সিস্টেম লস (নীট উৎপাদনের উপর শতকরা হার)	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পাওনার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	একমপুঞ্জিত দায় দেনা (কোটি টাকায়)
১৯৯১-১৯৯২	২৮.৩		
১৯৯২-১৯৯৩	২০.৬		
১৯৯৩-১৯৯৪	১৯.২		
১৯৯৪-১৯৯৫	১৭.৭		
১৯৯৫-১৯৯৬	১৭.০	১১০০.৮২	
১৯৯৬-১৯৯৭	১৬.০	১৩৪৮.২৩	
১৯৯৭-১৯৯৮	১৬.৫	১৭২৯.৮১	
১৯৯৮-১৯৯৯	১৬.৮	২৪৬৪.৫৩	
১৯৯৯-২০০০	১৫.৪	২৭৮৯.২২	০১,০৭.৯১ হতে ৩১.৬.২০০ পর্যন্ত একম পুঞ্জিত ৪২৭৫.৪৩
২০০০-২০০১	১৩.৮৫	৩৩৫৪.৯৯	৪৯০৫.৬৪
২০০১-২০০২	১২.৬২	৩৬৭১.৭৪	৫৬৪৭.৭৩
২০০২-২০০৩	১১.৩৫	৩৯৯৩.৮০	৪৭৭৮.২৯
২০০৩-২০০৪	১০.১৬	৪৩৬৮.১০	৫১৭৭.৯২
২০০৪-মার্চ, ০৫ পর্যন্ত	৯.৫৫	৪৬২১.২৩	৫৭০১.৯৪

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত বিউবোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ মোট পাওনা ৪ হাজার ৬ শত ২১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং দেনার পরিমাণ ৫ হাজার ৭ শত ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

১৯৯৫ সালে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের রেফারেন্স ফোরকাষ্ট অনুযায়ী ২০০৬-২০০৭ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ৫৩৬৮ মেগাওয়াট হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত রিজার্ভ মার্জিন অর্জনসহ প্রক্ষেপিত চাহিদা নির্ভরযোগ্যতার সাথে সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আগামী ২০০৬-২০০৭ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিত উৎপাদন প্রকল্পগুলি নিম্নের সারণি-১০.৫ এ দেখানো হ'লঃ

সরগি ১০.৫ঃ জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০০৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িতব্য উৎপাদন প্রকল্প

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	চালুর সম্ভাব্য তারিখ
	সরকারী খাত :		
১।	২১০ মেঃওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	চালু হয়েছে
২।	বড়পুকুরিয়া ২৫০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫০	অক্টোবর, ২০০৫
৩।	টঙ্গী ৮০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	চালু হয়েছে
	নতুন প্রকল্প		
	সরকারী খাত :		
৪।	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ কয়লাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	২০০৭
৫।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০	২০০৭
৬।	সিদ্ধিরগঞ্জ ২ x ১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৪০	২০০৭
৭।	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ কয়লাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	২০০৬
	বেসরকারী খাত :		
৮।	বাঘাবাড়ী (ওয়েস্টমন্ট) কয়লাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪০	২০০৫
৯।	বাঘাবাড়ী (ওয়েস্টমন্ট) ১৩০ মেঃওঃ কয়লাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩০	২০০৭
	মিশ্রখাত/আরপিসি :		
১০।	ময়মনসিংহ (আর পি সি) সিসি ৭০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭০	২০০৬
১১।	খুদে বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইপিপি)	৩০০	২০০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি ও সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপ

(ক) সংস্কার কর্মসূচি

দেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই কতিপয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর আনবান্ডলিং এবং করপোরাটাইজেশন পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে নিম্নে উল্লেখিত সংস্কার করা হয়েছেঃ

উৎপাদন

- আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) থেকে ১ জুন ২০০৩-এ সকল কোম্পানিতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- আধুনিক ব্যবস্থাপনার আলোকে হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU (Strategic Business Unit) এ রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এর সাফল্য সন্তোষজনক হওয়ায় বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও SBU তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও SBU এ রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।
- বিউবো'র সিদ্ধিরগঞ্জে অবস্থিত বিদ্যমান পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং নির্মিতব্য ৩ x ১২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (EGCBL) গঠন করা হয়েছে। এই কোম্পানির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ওএন্ডএম ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১২৯০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ ক্ষমতা সংযোজিত হয়েছে যার মধ্যে ৬০৫ মেঃওঃ গত ৩ বছরে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আরও প্রায় ১০৭০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ ক্ষমতা সংযোগ বাস্তবায়নাধীন/প্রক্রিয়াধীন আছে।

সঞ্চালন

- ডিসেম্বর ২০০২ এ বিউবো হতে সকল সম্পদ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) কে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এবং সংস্থাটিকে দেশের একমাত্র ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিতরণ

- বিউবো এর পশ্চিমাঞ্চল বিতরণ ব্যবস্থাকে নিয়ে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি গঠন করা হয়েছে এবং এ কোম্পানি ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।
- বিউবো এর নর্থ জোন বিতরণ অঞ্চলকে কোম্পানিতে রূপান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিউবো এর সাউথ জোন বিতরণ অঞ্চলকে কোম্পানিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এ কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা চুক্তিভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। এর সাফল্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রেও এরূপ পরামর্শক নিয়োগ করা হতে পারে।
- ডেসাকে কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সারণি- ১০.৬ঃ এক নজরে বিউবোর বিদ্যুৎখাতের বর্তমান অবস্থা (জুন, ২০০৪ পর্যন্ত)

বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ স্থাপিত ক্ষমতা (ক) বিউবো (খ) আইপিপি এবং মিশ্র মোট	 ৩,৪২০ মেঃওঃ ১,২৯০ মেঃওঃ ৪,৭১০ মেঃওঃ
সরবরাহকৃত সর্বোচ্চ বিদ্যুতের পরিমাণ (ক) বিউবো (খ) আইপিপি এবং মিশ্র মোট	 ২,৩৭৫ মেঃওঃ ১,২৪৭ মেঃওঃ ৩,৬২২ মেঃওঃ
বিদ্যুৎ সঞ্চালন সঞ্চালন লাইন ২৩০ কেভি ১৩২ কেভি মোট	 ৬৮৩ কিমি ২৬,৫৮ কিমি ৩,৩৪১ কিমি
গ্রীড সাব স্টেশন ক্ষমতা ২৩০/১৩২ কেভি ১৩২/৩৩ কেভি	 ৩৭০০ এমভিএ ৫,৪০৪ এমভিএ
বিদ্যুৎ বিতরণঃ	
বিতরণ লাইন (৩৩কেভি, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি)	৪৪,২৩২ কিলোমিটার
মোট গ্রাহক সংখ্যা (ক) শহর (খ) গ্রাম	১৭,৯৫ লক্ষ - লক্ষ - লক্ষ
কৃষি গ্রাহক সংখ্যা	১৪,২৮৪
বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৩,৪৩২ টি
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	-
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৫৪ কিঃওঃঘন্টা
সিস্টেম লোড ফ্যাক্টর	৬৬%
সিস্টেম লস (আরইবি ব্যতিত বিতরণ লস)	২১.৩৩%

বিউবোকে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তর

সম্প্রতি সরকার সংস্কারের অংশ হিসেবে বিউবোকে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিউবো হোল্ডিং কোম্পানির আওতায় ভবিষ্যতে একাধিক উৎপাদন ও বিতরণ অপারেটিং কোম্পানি এবং একটি সঞ্চালন কোম্পানি “সাবসিডিয়ারী কোম্পানি” হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অপারেটিং কোম্পানি সমূহ পরিচালনা করা হবে ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

নিরপেক্ষ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন গঠন

গত মার্চ ২০০৩ এ জাতীয় সংসদে “এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন অ্যাক্ট ২০০৩” পাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুইজন সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত এপ্রিল ২০০৪ ইং থেকে কমিশন কাজ শুরু করেছে।

প্রাইসিং পলিসি

গত মে ২০০৩ এ সরকার কর্তৃক প্রাইসিং পলিসি অনুমোদিত হয়েছে। এই পলিসিতে পর্যায়ক্রমে ব্যয় ভিত্তিক ট্যারিফ কার্যকর করাসহ বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

রিনিউয়েবল এনার্জি

প্রকৃত বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিউবো ও পরিবো উইন্ড এবং সোলার পিভিসি এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে এ সব অঞ্চলের প্রায় ৩০,০০০ হাজার আবাসিক সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ খাতের সাম্প্রতিক অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কার কর্মসূচির ফলে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এর একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হ’লঃ

উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড

বিদ্যুৎ খাত সংস্কারে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে গত তিনবছরে এ খাতে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় যোগ হয়েছে ৭০৫ মেগাওয়াট। আর লাইন বিতরণ সম্প্রসারিত হয়েছে ৫০,০৫৩ কিমি। গ্রাহক সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার অর্থাৎ বিগত তিন বছরে প্রায় ২৪ লক্ষেরও বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে যা তিন বছর আগের গ্রাহক সংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষি গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার। এছাড়া নতুন ৮,৭৪৯টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে যা তিন বছর আগের বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ। গত তিন বছরের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হ’লঃ

বিষয়	জুন ২০০১ পর্যন্ত	জুন ২০০২ পর্যন্ত	জুন ২০০৩ পর্যন্ত	জুন ২০০৪ পর্যন্ত	তিন বছরের অগ্রগতি
স্থাপিতক্ষমতা (মেঃওঃ)					
বিউবো	৩,৩২০	৩,৪২০	৩,৪২০	৩,৪২০	১০০
আইপিপি এবং মিশ্র খাত	৬৮৫	৮৪০	১,২৯০	১,২৯০	৬০৫
মোট	৪,০০৫	৪,২৬০	৪,৭১০	৪,৭১০	৭০৫
সঞ্চালন লাইন (২৩০কেভি এবং ১৩২ কেভি কিমি)	৩,৭৩৮	৩,৭৫০	৩,৮৫৯	৩,৯১৯	১৮১
বিতরণ লাইন (৩৩ কেভি এবং তদনিম্ন কিমি)	১,৭৬,১৭৯	১,৯২,১৪০	২,০৯,৯৩২	২,২৬,২৩২	৫০,০৫৩
গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ)	৫৫.৩০	৬৩.৩২	৭০.৬৭	৭৯.৬	২৪.৩
কৃষি গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ)	১.১০	১.২১	১.৩৫	১.৫৩	০.৪৩
গ্রাম বিদ্যুতায়নের সংখ্যা	৩৫,৭৯৭	৩৯,০২৮	৪১,৮১৪	৪৪,৫৪৬	৮,৭৪৯

২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা

২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০২০ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৭,৭৬৫ মেও পর্যন্ত বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এসময় সঞ্চালন লাইনের পরিমান দাঁড়াবে ৮,৩৯৬ কিমি ও বিতরণ লাইন সম্প্রসারণের পরিমান দাঁড়াবে ৪,৭৭,৫৫৮ কিমি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ১৯,৭৮৮ কোটি টাকা, ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৮,৪৫৬ কোটি টাকা এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত ৮৫,৬২৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এই বিপুল ব্যয় নির্বাহ করতে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন দাতা সংস্থা এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রয়াস। নিম্নে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনার চিত্র দেখানো হ'লঃ

২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	সাল				নতুন সংযোজন
		২০০৮	২০০৭	২০১২	২০২০	
১।	স্থাপিত ক্ষমতা(মেওঃ)	৪,৭১০	৬,৪৪১	৯,৬৬৬	১৭,৭৬৫	১৪,৫২৫
২।	সরবরাহকৃত সর্বোচ্চ বিদ্যুতের পরিমান (মেওঃ)	৩,৬২২	৫,৩৬৮	৭,৮৮৭	১৪,৬০০	১০,৯৭৮
৩।	নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন,মিলিয়ন (কিওঘ)	২০,৩০২	২৬,৬৫১	৩৯,১৫৭	৭৬,৫৪৫	৫৬,২৪৩
৪।	সঞ্চালন লাইন (কিমি)	৩,৯১৯	৪,৮৯৮	৭,১৮০	৮,৩৯৬	৪,৪৭৭
৫।	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, এমভিএ					
	(ক) ২৩০/১৩২ কেভি	৩,৭০০	৫,৯৫০	১১,৫৭৫	১৯,০৭৫	১৫,৩৭৫
	(খ) ১৩২/৩৩ কেভি	৭,০৮৮	৯,৬৪২	১৭,৯২০	২৭,৩৬৭	২০,২৮৩
৬।	বিতরণ লাইন কিমি	২,২৬,২৩২	২,৬৬,৩৭৫	৩,৪৫,৫৩০	৪,৭৭,৫৫৮	২,৫১,৩২৬
৭।	গ্রাহক সংখ্যা, (লক্ষ)	৭৯.৬	৯০.৩৬	১২৭.৫৫	২০৭.৬৭	১২৮.০৭
৮।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৪৪,৫৪৬	৫২,০৭১	৬৯,৫৭১	৮৪,০০০	৩৯,৪৫৪
৯।	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কিওঘ	১৫৫	১৯০	২৬০	৪৫০	২৯৫
১০।	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৩৫%	৪৭%	৬৫%	১০০%	৬৫%
১১।	বিনিয়োগের প্রয়োজন, (কোটি টাকা)		১৯,৭৮৮	৩৮,৪৫৬	৮৫,৬২৬	

বিদ্যুৎ খাত সংস্কারে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে “টি এ ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাবংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার বিদ্যুৎ খাত সংস্কার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সমন্বিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ভবিষ্যৎ সংস্কার কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ এবং সংস্কার বাস্তবায়নে বর্তমান ও নবগঠিত কোম্পানীসমূহের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম চালিয়ে সংস্কার এর গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সংস্কারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ যা সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

- আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলার লক্ষ্যে বাণিজ্যিকীকরণ করা;
- উৎপাদন ও বিতরণ খাতে একাধিক কোম্পানী গঠন ও বেসরকারি অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা;
- বাজার কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি (মাল্টি বায়ার/কমপিটিটিভ পুল);
- রেগুলেটরী কমিশনের আওতায় প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকের অধিকার নিশ্চিত করা।

বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সরকার ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পুঁজিঘন এ খাতে আগামী ২০০৭ সাল পর্যন্ত চাহিদা পূরণ করতে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। একারণে বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর অথবা বাণিজ্যিক ঋণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়।

যে সব ঋণের সাহায্যে বিদ্যুৎ খাতে প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপঃ

- স্টেট এগেডিট
- কনসেশনাল ঋণ
- সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন
- বাণিজ্যিক ঋণ
- Ordinary Capital Resources (OCR)
- সাপ্লাইয়ার্স এগেডিট

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে স্টেট এগেডিট, মাল্টিলেটারাল ও বাইলেটারাল উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা এগেমেই কমে আসছে এবং সীমিত আকারে সহায়তা পাওয়া গেলেও তার সাথে এমন সব কঠিন শর্ত আরোপ করা হয় যা প্রতিপালন দুর্লভ হয়ে পড়ে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ খাতের প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতি ও নীতিমালা সহজীকরণ এবং বিকল্প অর্থায়নের উৎস উদ্ভাবনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ সরকার অনুমোদন করেছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস সমূহ থেকে ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শর্তে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সরবরাহ ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)

ঢাকা মহানগর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, বিদ্যুৎ সরবরাহে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস্ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে কমিয়ে আনা, বিদ্যুৎ বিএনয়লক্স রাজস্ব বৃদ্ধি করা সর্বোপরি বিদ্যুৎ বিতরন কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করা এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনাসহ বিদ্যুৎ বিতরনে অধিকতর গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য বিগত ৩রা নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) গঠন করা হয়। বর্তমানে ডেসকো ঢাকা শহরের বৃহত্তর মিরপুর, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা, বারিধারা, দক্ষিণখান ও বাড়ডার ১৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ডেসকো ২০০৪-০৫ অর্থবছরে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বিদ্যুৎ চুরি রোধ ও সিস্টেম লস্ কমানোর জন্য মনিটরিং সেল গঠন করেছে। এ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও মামলা দায়ের, পেনাল বিল আদায়, স্পট মিটারিং, বস্তি এলাকায় মিটারিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ সূচকে বিগত ১৯৯৮-৯৯ অর্থ সাল হতে ডেসকোর অর্জিত সাফল্য কে নিম্নের সারণি ১০.৭ এবং ১০.৮ 'তে দেখানো হ'লঃ

সারণি- ১০.৭ঃ ডেসকোর বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান

বিবরণ	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (জানুয়ারী,০৫ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিদ্যুৎ ক্রয় (মিকিআ)	৩৪৪.৮০	৫৪৬.৭১	৬২৭.৫৬	৬৭৩.০৯	৮৫৫.৭৯	১৭৩৯.৮৭	১০৩২.৩৮
বিদ্যুৎ ক্রয় (মি টাকা)	৬৫৪.৬৭	১০৪১.৬০	১২১৮.৯৩	১৩৫৪.৫১	১৮৫০.৪৪	৩৭৭৫.৫২	২২৪০.২৬
ক্রয়ের হার (টাকা/কিআ)	১.৭৬	১.৮৯	১.৯৪	২.১২	২.১৬	২.১৭	২.১৭
বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিকিআ)	২০৪.৭৮	৩৬৯.২০	৪৪০.১৭	৪৯৩.৬২	৬৭৫.৫৭	১৪০৫.০৩	৮৪৫.৫০
সিস্টেম লস (%)	৪০.৬২	৩২.৮০	২৯.৮৭	২৬.৬৬	২১.০৬	১৯.২৪	১৮.১০
বিদ্যুৎ বিক্রয় (মি টাকা)	৪১৫.৪৫	১০৬৬.৭৬	১২৯৭.২৪	১৪৭০.০৩	২২১৬.৭৫	৪৯০২.৩২	৩০০৭.৫৫
বিক্রয়ের হার (টাকা/কিআ)	২.৭৮	২.৮৯	২.৯৫	২.৯৮	৩.২৮	৩.৪৯	৩.৫৬
আদায় (মি টাকা)	৩৩৬.৭৮	৮৩৬.৪২	১০৪১.৮০	১৩০৮.৯৮	১৬৪২.৬৭	৪৩০৫.৯৩	২৭৯৬.৫৫
বিলিং কালেকশন রেশিও (%)	৮৬.৮৫	৭৬.১১	৮৮.৩৩	৮৯.০৪	৭৪.১০	৮৭.৮৩	৯২.৯৮
সিআই বোশিও (%)	১০.৪৩	৫৩.৯৩	৬২.৩১	৬৫.৩০	৫৮.৫০	৭০.৯৩	৭৬.১৫
গ্রাহক সংখ্যা*	৭৭৭.৬৯	৮৮৬২৩	৯৭১৩১	১০৮১৮২	২০৫৮০৩	২৪১৯৬৪	২৫২০৭১
ডেসার নিকট দেনা (মি টাকা)*	৪১৫.৪৫	৫৪৫.১২	৭৩৯.১১	৮৩৪.৭১	১১৮৫.৬৭	১১৮৪.৫৮	১৩৪০.৬০
গ্রাহকের নিকট হতে পাওনা (মি টাকা)*	২৩১.৬৬	৪৬২.০০	৭১৭.৪৫	৮৭৮.৫০	১৪৫২.৫৮	২০৪৮.৯৭	৩১২৯.৬৪
অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ	-	-	-	২৫৪৮৬	৩৫২৭৬	৩৬৮৫২	২৫৩৭৭

একম পুঞ্জিত তথ্য। উৎসঃ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি।

সারণি-১০.৮ : ডেসকোর অবকাঠামো এবং তার উন্নয়ন

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা *	৫	৫	৫	৬	১৩	১৩	১৩
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা *	১৬৩/২২৪	১৬০/২২৪	১৬০/২২৪	২০০/২৮০	৪২৫/৫৯৩	৪২৫/৫৯৩	৪৩০/৬০২
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেঃওঃ)	১০৩.০০	১০২.০০	১৩৪.০০	১৪৯.৯০	৩১৫.২৪	৩৫১.৮২	৩৬২.১৯
৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) *	১৭.২০	১৭.২০	১৭.২০	১৭.২০	৭৩.৭০	৭৬.৭০	৭৬.৭০
৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃ মিঃ) *	১৭.২০	৩৭.৮০	৩৭.৮০	৩৭.৮০	৭০.৩০	১২৫.৩০	১২৫.৩০
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) *	১৫৬	১৫৬	১৬২	১৬৯	৫৩৬	৫৫২	৫৬৭
১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃ মিঃ) *	২৫	২৫	৩৫	৪৩	২০৫	২০৫	২০৭
বিতরণ ট্রান্সফরমার (টি) সংখ্যা *	১৩০৫	১৩৫৫	১৪৫৫	১৫৫৫	৩৩৬৯	৩৫৯৪	৩৭৮৫
এলটি লাইন (কিঃমিঃ) *	২৯৫	৩৩৬	৩৭৭	৪২২	৯৯১	১০৩০	১০৫৫
বিএনয় ও বিতরণ বিভাগ *	০২	০২	০২	০২	০২	০৬	০৬

* ক্রমপুঞ্জিত তথ্য। উৎসঃ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি।

বিদ্যুৎ সেক্টরের অব্যাহত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় Privatization Process ত্বরান্বিত এবং সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Pre-IPO/IPO এর মাধ্যমে ডেসকোকে শেয়ার মার্কেটে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। যা আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে আশা করা যাচ্ছে। দেশের একম বর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসন কল্পে এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের জন্য চলতি অর্থবছরে (২০০৪-০৫) ২টি সাব স্টেশন আপগ্রেডেশন, ৫০০০ প্রি প্রেইড মিটারিং স্থাপনের পাইলট প্রজেক্ট, ২৫ কিমি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন, ১৫০ কিমি ওভারহেড লাইন নির্মাণ এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এদিকে ডেসকোর উপকেন্দ্রের স্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ৪৫০/৬৩০ এমভিএ উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৫-০০৬ অর্থসালে ৪টি সাবস্টেশন নতুন নির্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কাজ সমাপ্ত হলে ডেসকোর উপকেন্দ্রের মোট স্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ৬১০/৮৫৪ এমভিএ দাঁড়াবে। তাতে ২০০৭ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৫-৭ শতাংশ অর্জিত হবে। ফলে বর্ধিত চাহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা)

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাসহ বৃহত্তর ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে তদানীন্তন ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে পৃথক করে সংসদীয় আইনবলে ১৯৯০ সনের ৬ মার্চ তারিখে “ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ” (ডেসা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে সংস্থাটি ১৯৯১ সালের ১লা অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ডেসা প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ কর্মকাণ্ডে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ডেসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেখানে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সিস্টেম লস ছিল ৩৮.২৬ শতাংশ সেখানে ডিসেম্বর/০৪ পর্যন্ত গড় সিস্টেম লস কমে ২২.৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। নিম্নের সারণি ১০.৯ এ ডেসা পূর্ব এবং ডেসা পরবর্তী বছর সমূহের সিস্টেম লস হ্রাসের তথ্য প্রদান করা হ’লঃ

সারণি -১০.৯ঃ ডেসা’র সিস্টেম লস হ্রাসের বিবরণি

অর্থ বছর	সিস্টেম লস (%)
ডেসা পূর্ব	৩৮.২৬
১৯৯১-১৯৯২ (৯ মাস)	৩৫.৫৫
১৯৯২-৯৩	৩১.২০
১৯৯৩-৯৪	৩১.৩৩
১৯৯৪-৯৫	৩০.০০
১৯৯৫-৯৬	২৯.৪৭
১৯৯৬-৯৭	২৭.২৯
১৯৯৭-৯৮	২৭.৮৯
১৯৯৮-৯৯	২৪.৮৪
১৯৯৯-০০	২৫.৭২
২০০০-০১	২৫.৬৮
২০০১-০২	২৫.০৫
২০০২-০৩	২৩.০৫
২০০৩-০৪	২৬.২১ *
২০০৪-২০০৫ (ডিসেম্বর, ০৪ পর্যন্ত)	২২.৫৯

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ। * পিডিবি কর্তৃক ডেসকো ও আরইবি কে সরাসরি বিল করা হচ্ছে। যাতে পূর্বে ডেসার উক্ত ক্ষেত্রে সিস্টেম লস ছিল শূন্য। তাই বর্তমানে সিস্টেম লস সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ঞয় ও রাজস্ব আদায়

ডেসা প্রতিষ্ঠার প্রথম অর্থবছরে (১৯৯১-৯২) বিদ্যুৎ ঞয়ের পরিমান ছিল ২২৬০ মিকিওআ। ঞমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৬১৪৪.৯৩ মিকিওআ এ দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরের (২০০৪-০৫) ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানি হয়েছে ২৫১৭.৬৪ মিকিওআ। বিদ্যুৎ বিঞয়লব্ধ রাজস্ব আদায়ের পরিমানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ডেসা প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এই রাজস্ব আদায়ের মাসিক গড় ছিল ৩৫.৫৬ কোটি টাকা। যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত এই মাসিক গড় ৯৩.৬৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। কারন ডিসেম্বর ২০০৩ হতে হস্তান্তরিত ডেসকো ও আরইবি এলাকায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সরাসরি বিল ইস্যু করায় বিদ্যুৎ ঞয় কমে যায়। সারণি ১০.১০ঃ এ ডেসা প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত বৎসরভিত্তিক বিদ্যুৎ ঞয় এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমান দেখানো হ’লঃ

সারণি-১০.১০ : ডেসা প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৎসরভিত্তিক

বিদ্যুৎ গ্রন্থ ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট বিদ্যুৎ গ্রন্থ (মিকিওঘ)	রাজস্ব আদায় (কোটি টাকা)
১৯৯১-৯২ (৯ মাস)	২২৫৯.৮৮৫	৩২০.০৮
১৯৯২-৯৩	৩৩৫৬.৩৯০	৪৬৭.০৩
১৯৯৩-৯৪	৩৬৯৬.৩৫৭	৪৭৪.১৬
১৯৯৪-৯৫	৪১৬২.৩৯৬	৫৮৪.০৯
১৯৯৫-৯৬	৪৫৫০.৮৫১	৫৯৯.৭৯
১৯৯৬-৯৭	৪৯৩৫.৫৩২	৭০৮.৩৬
১৯৯৭-৯৮	৫৪১৮.৯৪১	৭৯৩.৪৮
১৯৯৮-৯৯	৫৯৪৬.৬৩৫	৮০৯.৬৩
১৯৯৯-২০০০	৬৫০৪.০৪৭	১০০০.৭৩
২০০০-২০০১	৭২৪০.৪৫৬	১১৪১.১৫
২০০১-২০০২	৭৮৩৩.১৯১	১৪২৭.৩২
২০০২-২০০৩	৮৩০৬.১৭৯	১৫৯১.৮৬
২০০৩-২০০৪	৬১৪৪.৯৩২	১৫১৪.৯৬
২০০৪-০৫ (ডিসেম্বর, ০৪ পর্যন্ত)	২৫১৭.৬৩৮	৫৬১.৮২

উৎস : টাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ।

আদায়যোগ্য পাওনা ও দেনা

ডেসা প্রতি মাসে যে পরিমাণ বিল করে তার প্রায় ৯০ শতাংশ আদায় করে থাকে। ডেসার সৃষ্টি লগ্ন হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত আদায়যোগ্য পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০১৮.০০ (এক হাজার আঠার) কোটি টাকা। তন্মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট ৪৩.৯৭ কোটি টাকা, আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৩২.৪০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৮৪১.৬৩ কোটি টাকা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারি, আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া, ডিসএসএল এর সহিত সমন্বয় করায় আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর পক্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিকট ডেসার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দেনা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১০.১১ এ ডেসার আদায় যোগ্য পাওনা এবং দেনার বছরওয়ারি হিসাব প্রদান করা হ'ল :

সারণি - ১০.১১ঃ ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা এবং দেনার বছর ওয়ারি হিসাব

অর্থবছর	পাওনা (কোটি টাকা)	দেনা (কোটি টাকা)
অক্টোবর, ৯১	২১৩.১০	১০৭.১৮
জুন, ৯২	২৩৭.৯০	২০০.১৮
জুন, ৯৩	৩০০.১০	২৮৮.৫৯
জুন, ৯৪	৪২৯.২০	৪৬৬.০০
জুন, ৯৫	৫০৮.৬০	৬৫৮.০৭
জুন, ৯৬	৬২৬.২০	৮১২.৭৮
জুন, ৯৭	৭৯২.৮০	১০২২.৩৩
জুন, ৯৮	৯৯৮.১০	১৪৬৩.২৬
জুন, ৯৯	১২৪৪.১৯	২১২০.৫১
জুন, ২০০০	১৩৯৬.৫১	২৬১৬.২১
জুন, ০১	১৪৮০.৭৩	৩০৫৮.৩০
জুন, ২০০২	১৫৪০.১৪	৩৪৩০.৩৩
জুন, ২০০৩	১৬৯৯.২৬	২৯২৩.২০
জুন, ২০০৪	১৫৯২.৪৬	৩০৮৬.৪৯
২০০৪-২০০৫ (ডিসেম্বর, ২০০৪)	১০১৮.০০	৩১৯৯.৬৯

উৎস : টাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ।

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ডেসার পাওনা রয়েছে ১০১৮.০০ (এক হাজার আঠার) কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিকট ডেসার দেনা রয়েছে ৩১৯৯.৬৯ (তিন হাজার একশত নিরানব্বই কোটি উনসত্তর লক্ষ) কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়ন

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর ও বৃহত্তর ঢাকা এলাকার এম্মাগত বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। নিম্নে বর্ণিত বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়ঃ

- বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, ফেজ-৪। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ৩০ কিমি এবং ৩টি নতুন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ৯ম পাওয়ার প্রকল্পের অধীনে নতুন ৩টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র (মগবাজার,সায়দাবাদ, বসুন্ধরা) এবং নতুন ৬টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (লালমাটিয়া, গ্রীন রোড, জোয়ারসাহারা, মাদারটেক, তালতলা, উত্তরা) নির্মাণ শেষে চালু করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডেসার ৩৭৫এমভিএ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে।
- চাইনিজ সাপ্লাইয়ার্স এনভিটের আওতায় ৩টি (শীতলক্ষা, মাতুয়াইল, উত্তরা) ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৩টি (চর- সৈয়দপুর, বিসিক নারায়নগঞ্জ, গোড়ান) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের উন্নয়ন কাজ চলছে। ২০০৫ সালের মধ্যে সব কয়টি উপকেন্দ্র চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এডিবির ১০ম পাওয়ার প্রকল্পের অধীনে বিতরণ ট্রান্সফরমার, কন্ডাক্টর সংগ্রহ, গ্রাহক মিটার সরবরাহ ও ৪টি (কামরাজির চর, নিউ টংঙ্গী, নরসিংদী, ভুলতা) ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র, ৭টি (টংঙ্গী বিসিক, টঙ্গী-২, টঙ্গী-৩, উলন লোকাল, বংশাল, নিকুঞ্জ, সারুলিয়া) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র, ৩৭ কেমি ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভি ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল, ৩৪ কিমি ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভি লাইন টানকী ভিত্তিতে নির্মিত হবে।
- ১৩২ কেভি হরিপুর-উলন ট্রান্সমিশন লাইন-২০ কিমি।
- ধানমন্ডি ১৩২/৩৩ কেভি ২ × ৫০/৭৫ এমভিএ উপকেন্দ্রের জরুরী সম্প্রসারণ ও পূর্ণবাসন।
- ১১ কেভি লাইভ লাইন মেইনটেন্যান্স ইকুইপমেন্ট ও ভেহিক্যাল এন্ড।

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের জন্য পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগকে পূর্ণগঠন করে বিএনয় ও বিতরণ বিভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ১টি করে গ্রাহক সেবা ডেস্ক এবং চেয়ারম্যান, ডেসা এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এসবিইউ টিম চালু করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান কার্যকরভাবে চালু রয়েছে। এ ছাড়া ডেসার আওতাধীন ৪টি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। যার ফলে বকেয়ার পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান ধারা বজায় থাকলে ডেসা একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

পাওয়ার সেক্টর রিফর্মস

রাজধানী ঢাকা সহ আশ-পাশ এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতিসহ গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ডেসা এলাকা ৭২০০ বর্গ কিমি হতে সংকুচিত করে ৩৫০০ বর্গ কিমি করা হয়েছে। এছাড়া ডেসার আওতাধীন মিরপুর, গুলশান এলাকা নিয়ে কোম্পানী এ্যাক্টের অধীনে ডেসকো নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এ সেক্টরে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।

এসবিইউ কার্যক্রম চালু

প্রতিটি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্ধারিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে একটি নির্দিষ্ট ১১ কেভি ফিডারভিত্তিক আমদানি, বিক্রয় ও বাজার আদায় মনিটরিং এর নিমিত্তে দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এভাবে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। পল্লী এলাকার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচি সমূহের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন একটি অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠী তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নিরন্তর প্রচেষ্টায় একটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন করে আসছে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ পর্যন্ত ৪৩,০৭৭ টি গ্রামে ১৮৬৫৮৪ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মানের মাধ্যমে ৫০,১০,৪৬৭ টি আবাসিক, ১,৬০,৬২৬ টি সেচ, ৬,৫৩,৪০২ টি বাণিজ্যিক, ১,০০,৬৫৫ টি শিল্প ও ১২,৭৩৮টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ৫৯,৩৭,৮৮৮ টি সংযোগ দিয়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য নিম্নের সারণি ১০.১২ দেখা হ'লঃ

সারণি-১০.১২ঃ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	বিতরণ লাইন (কিমি)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১৯৯১-৯২	২৯১০	৩৫২৮	৯৪০০০	৯৮৬৩২
১৯৯২-৯৩	৫১১৫	৫১৯৮	৯০৯০০	৮৯৪৭৯
১৯৯৩-৯৪	৫৮০০	৭২৮০	১০৯০০০	১৩২১৫৮
১৯৯৪-৯৫	৭২৬০	৮৮০৩	১১৫০০০	২৪৩৯৭২
১৯৯৫-৯৬	৯০০০	৯৭৪৯	১৪০০০০	২২৪৩৫৫
১৯৯৬-৯৭	৮৪৪০	১০১৭৬	১৫০০০০	২৬২৫৮৮
১৯৯৭-৯৮	১০৩৭০	১০৪৬৭	৩০০০০০	৩৪৩৮৭০
১৯৯৮-৯৯	৮৩২৫	৯৫০৫	২০০০০০	৩৭৩৮২২
১৯৯৯-০০	১০৩২৫	১১৪০৮	৩০০০০০	৫১২৪৪৫
২০০০-০১	১৩৭৫০	১২৯৮৯	৩২৫০০০	৫০৪০৭৪
২০০১-০২	১৪৫২৮	১৪৬৪১	৩৫০০০০	৬৬২৬৪১
২০০২-০৩	১৪৯২২	১৬০০২	৪৫০০০০	৬৫০১২৬
২০০৩-০৪	১৪৬৬১	১৫৭০৬	৫৫০০০০	৬৮২২৮৩
২০০৪-০৫ (অগ্রগতি ফেব্রু, ০৫ পর্যন্ত)	১৫৪০০	১০৮০৭	৬৫০০০০	৫৪৩১৫২
মোট	১৪০৮০৬	১৪৬২৫৯	৩৮২৩৯০০	৫৩২৩৫৯৩

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বাংলাদেশ সরকারের একটি অবকাঠামো উন্নয়নকারি সংস্থা এবং এ কারণে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রমের যাবতীয় অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। নিম্নের সারণি ১০.১৩ তে ১৯৯১-৯২ হতে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয় দেখানো হ'লঃ

সারণি-১০.১৩ঃ আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৯৯১-৯২	১৮৭০০	৭০০০	১১৭০০	১৪৭৪০	৪৪১৫	১০৩২৫
১৯৯২-৯৩	৩৩১২৬	৯২৯৩	২৩৮৩৩	৩২১৫৫	৯২৯৩	২২৮৬২
১৯৯৩-৯৪	৩৫৮২২	২০০৬২	১৫৭৬০	৩৫৭৩৪	১৯৯৮০	১৫৭৫৪
১৯৯৪-৯৫	৫০৭০৩	৩৫৯৫৩	১৪৭৫০	৫১১৫০	৩৫৯৫৩	১৫১৯৭
১৯৯৫-৯৬	৪৯২০০	২৯২০০	২০০০০	৫০৩৪১	২৯২০০	২১১৪১
১৯৯৬-৯৭	৬২১৬৮	৪১৯০৬	২০২৬২	৬৯৭০৩	৪১২১১	২৮৪৯২
১৯৯৭-৯৮	৫১৪৪৩	৩২৫৭৩	১৮৮৭০	৫২৩৮৮	৩২৫৭০	১৯৮১৮
১৯৯৮-৯৯	৫০৮৪৪	২৯৬৭৯	২১১৬৫	৫০১৯২	২৯৬১২	২০৫৮০
১৯৯৯-০০	৭৬০১৫	৪৫০৬৫	৩০৯৫০	৭৪৪৯১	৪৫০৩৬	২৯৪৫৫
২০০০-০১	৬৯১৭৯	৫০৬৬৬	১৮৫১৩	৫৮৪৫৪	৪৯৯৮০	৮৪৭৪
২০০১-০২	৪৯০৫৫	৩১৬৩৫	১৭৪২০	৫৫২৭৩	৩১৬০২	২৩৬৭১
২০০২-০৩	৮১৭৬৮	৫৬৬১২	২৫২৫৬	৮০৮২২	৫৬২৩০	২৪৫৯২
২০০৩-০৪	৯৯৯৪৩	৫৮৮০০	৪১১৪৩	১০০৩৭৫	৫৮২৫১	৪২১২৪
২০০৪-০৫ (অগ্রগতি ফেব্রুয়ারি '০৫)	৯৮৬০৪	৫৬৪০৪	৪২২০০	৬০৯৩৮.৪৫	৩৮৪০১.৬৫	২২৫৩৬.৮০
মোটঃ	৮২৬৫৭০	৫০৮৮৪৮	৩২১৭২২	৭৮৬৭৫৬.৪৫	৪৮১৭৩৪.৬৫	৩০৫০২১.৮০

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন ১৯ টি প্রকল্পের (১৪ টি বিনিয়োগ ও ৫ টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প) বিপরীতে মোট ৯,৮৬,০৪.০০ লক্ষ (স্থানীয় মুদ্রা ৫,৬৪,০৪.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪,২২,০০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ০৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬,০৯,৩৮.৪৫ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ৬১.৮০ শতাংশ (স্থানীয় মুদ্রা ৬৮.০৮ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৩.৪০ শতাংশ) চলতি অর্থবছরের (২০০৪-০৫) এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নের সারণি ১০.১৪ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১০.১৪ঃ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

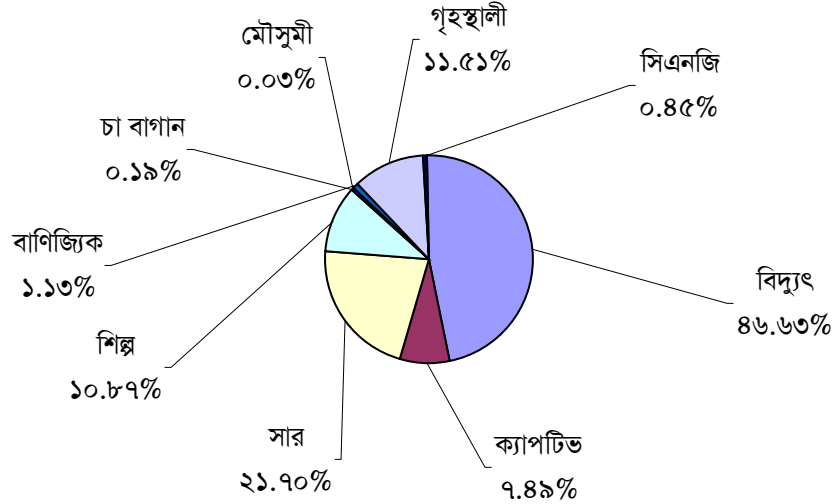
ক্রঃ নং	বিবরণ	২০০৪-২০০৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই/২০০৪ হতে ফেব্রুয়ারি/২০০৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার
১।	বিতরণ লাইন নির্মাণ কিমি	১৫৪০০	১০৮০৭	৭০.১৭%
২।	উপকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা)	৩১	১৫	৪৮.৩৮%
৩।	গ্রাহক সংযোগ (সংখ্যা)	৬৫০০০০	৫৪৩১৫২	৮৩.৫৬%
৪।	গ্রাম বিদ্যুতায়ন (সংখ্যা)	৩৮৫০	১৭৬১	৪৫.৭৪%

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ৫৪,৪৯৫ কিমি লাইন নির্মাণ এবং ১৯,৯৬,৭৬৫ গ্রাহক সংযোগ দিয়েছে। কিন্তু ২০০১-০২ হতে ফেব্রুয়ারি '০৫ পর্যন্ত প্রায় মোট ৪ বৎসরে ৫৭,০৫৬ কিমি লাইন নির্মাণ এবং ২৫,৪২,১৬৭ টি গ্রাহক সংযোগ দিয়েছে। তাতে দেখা ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এর কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রীড লাইন হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় এমন প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে ২২০০০ আবাসিক সংযোগ প্রদানের জন্য ২টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং এর অধীনে ইতোমধ্যে ১০৫১ টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিডিবির নিকট থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে তা' গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে। নিম্নের সারণি ১০.১৫ এ ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ০৫ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক গ্রীড এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণকৃত বিদ্যুতের পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

**সারণি : ১০.১৫ : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক এলীত এবং গ্রাহকদের মধ্যে
বিতরণকৃত বিদ্যুতের পরিসংখ্যান।**

মাস/বছর	বিদ্যুৎ আমদানী (ক্রয়) মেঃওঃআঃ	বিদ্যুৎ রপ্তানি (বিক্রয়/ব্যবহার) মেঃওঃআঃ						৬৭টি পবিস এর গড় সিস্টেম লস (%)
		আবাসিক	শিল্প	বাণিজ্যিক	কৃষি	অন্যান্য	মোট	
২০০৪-০৫								
জুলাই '০৪	৬০৫০৭৫	২৩৮২০৯	২২৫৮৭৪	৩০২১৫	৫০৬৭	১০৮০	৫০০৪৪৬	১৭.২৯
আগস্ট '০৪	৬৩৩৬৩৪	২৫৭১০১	২২৯৫৪০	৩১৪৮৬	৭২০৫	১১২৩	৫২৬৪৫৪	১৬.৯১
সেপ্টেঃ '০৪	৫৭৬০২০	২৫৭৯৩৪	২১২০৬৬	৩১৯৫৩	৩৭৪১	১১০১	৫০৬৭৯৫	১২.০২
অক্টোঃ '০৪	৫৮৪২০৬	২৩৩৭০৪	২২৪৮২৭	২৯২৩৬	৪১৮৫	১১২৬	৪৯৩০৮০	১৫.৬০
নভেঃ '০৪	৫২৫৭৫০	২২৯৬৩৫	১৯২২৯৩	৩০৫৩৩	৭৪৯৪	১০৮৭	৪৬১০৪১	১২.৩১
ডিসেঃ '০৪	৫৫৯৫৯৮	২০৬৫৩৪	২২৮৫৬৪	২৬৭৮৫	১৩৫৭৮	১০৯৩	৪৭৬৫৫৪	১৪.৮৪
জানুঃ '০৫	৬২৫৯১৫	২০৮৩৩২	২১০৬৫৩	২৮৩৩০	৯০৯৯৭	১১০৬	৫৩৯৪১৮	১৩.৮২
ফেব্রুঃ '০৫	৬৪৬৩৫৯	২০২৩৭২	১৯৮০৭০	২৭২০৩	১৬৬৯৮০	১০৮০	৫৯৫৭০৫	৭.৮৪

লেখচিত্র ১০.৬ : খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার



পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিউবো এর নিকট থেকে বিদ্যুৎ এয় করে গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করার ফলে বিউবো এর নিকট পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের যে দেনা এবং গ্রাহকদের নিকট বিক্রয়ের ফলে যে পাওনা রয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১০.১৬ তে দেখানো হ'লঃ

**সারণি : ১০.১৬ : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়ের
উপর দেনা পাওনার পরিসংখ্যান**

বছর	আদায়যোগ্য পাওনা (আদায়যোগ্য মাস)	পাওনা (টাকা, ০০০)	বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ দেনা (১২ মাসের গড়) (টাকা, ০০০)
১৯৯১-৯২	২.৯১	৩৮০১৩৭	০
১৯৯২-৯৩	২.৪৪	৩৬৬২৪৮	৩১০০
১৯৯৩-৯৪	২.১০	৩৭৯২৮৫	৩৬৯৭
১৯৯৪-৯৫	২.১৪	৫০৩৬১৫	৬৯২৪
১৯৯৫-৯৬	২.১০	৫৫৬৮২৮	৭১৯৯
১৯৯৬-৯৭	২.৪৯	৭৪২৬৩৯	৭১৪০
১৯৯৭-৯৮	২.৪৬	৯১২৫১১	১৪৬৫৯
১৯৯৮-৯৯	২.৪৯	১২৭১৪২৮	৩৫৭০৬
১৯৯৯-০০	২.৩০	১৪৯৩২৬৪	১৪৮৫২৩
২০০০-০১	২.২৩	১৮৬৪১২৪	৫৫০৩৮৩
২০০১-০২	২.২১	২৩৪৯৯৫৯	৪২৭৫৪৭
২০০২-০৩	১.৯২	২৬৮৭১৭৭	৪২৩৪১০
২০০৩-০৪	১.৮১	৩০২২২২৪	৩২৪৬২৮
২০০৪-০৫ ফেব্রুয়ারি'০৫ পর্যন্ত	২.২৫	৪০১১৩২৯	৩১২৫৮৯

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম ও এর প্রভাব

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার

বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন ব্যবহারপূর্বক সারা দেশে Fibre Optic Network স্থাপনের জন্য এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারপূর্বক যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিউবোকে ফোকাস পয়েন্ট নিযুক্ত করে Fibre Optic Network স্থাপনের ব্যবহার গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে পে-রোল সফটওয়্যার করা হয়েছে এবং ফিন্যান্সিয়াল এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ, মালামাল ইনভেন্টরী বিলিং সিস্টেমে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে GIS সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান ৬৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চালু করার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ডায়াল আপ ইন্টারনেট ও স্ব স্ব দপ্তরে LAN এর সংযোগ রয়েছে। এছাড়া পবি বোর্ডের www.rebbd.org এর নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে। বর্তমানে "The Institutional Development Plan for REB & R.E Program" শীর্ষক প্রকল্পটি তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে চলমান রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য চলমান পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারের সার্বজনীন নীতিমালার ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার আলোকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গণমুখী ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকায় সুসংহত রূপ লাভ করেছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে বেসরকারিভাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) ঢাকা-১, কুমিল্লা-১ ও নরসিংদী-১ সমিতিতে বেসরকারী মালিকানায় স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কেন্দ্র ওয়ারী বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ :

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
------------------------	---------------------------

আশুলিয়া, ঢাকা	$১ \times ১১ = ১১$
চান্দিনা, কুমিল্লা	$১ \times ১১ = ১১$
মাধবদী, নরসিংদী	$১ \times ১১ = ১১$
মোট	$= ৩৩$

এছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের সিস্টেমলস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করা সহ পরিচালনা ও আর্থিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমিতি সমূহের সাথে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বছর ভিত্তিক পারফরমেন্স টার্গেট চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরিত হচ্ছে। পিটিএ পদ্ধতি চালুর ফলশ্রুতিতে কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যাহত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিস্টেম লসের হার অব্যাহতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। জুন ২০০৪ এ সিস্টেম লসের হার ছিল ১৫.৬০ শতাংশ যা চলতি অর্থ বছর শেষে ১৪ শতাংশে কমিয়ে আনা যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর বিল আদায়ের হার গড়ে ৯৮.০৬ শতাংশ। যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এই অর্জন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

পল্লী বিদ্যুতায়ন বাস্তবায়নের সরবরাহকৃত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড যথা- কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এক-তৃতীয়াংশ অবদান রাখছে। পবিবোর্ডের মাধ্যমে ৩.১৩ মিলিয়ন একর জমিতে ১৪৭৩১টি সেচ সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ৫.৬ মিলিয়ন টন বোরো ও আমন ধান উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেছে যা একই প্রকার ধান উৎপাদনের ২৯ শতাংশ। দেশের মোট দোকানের ২৪ শতাংশ পল্লী বিদ্যুতায়নের আওতাধীন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের গ্রামীণ জনসাধারণ সম্পৃক্ত হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রামীণ কুটির শিল্প যেখানে পল্লীর অনগ্রসর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপটে পল্লীর জনগণের তথা দেশের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১.১ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ১০০৬৫৫টি শিল্প সংযোগের মাধ্যমে ৯৮৩৮২৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া শুধুমাত্র খুচরা ও পাইকারি দোকানের বিদ্যুৎ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে ৮৪৮৬৩০ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। দেখা গেছে যে একটি বিদ্যুতায়িত গৃহের সঞ্চয় অবিদ্যুতায়িত গৃহের তুলনায় দ্বিগুন বেশী; যার গড় পরিসংখ্যান ২৮৮৯৩ টাকা। কারণ বিদ্যুতায়িত গ্রামের বিদ্যুতায়িত গৃহে বার্ষিক আয় প্রায় ৯২৯৬৩ টাকা যা অবিদ্যুতায়িত গৃহের তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেশী। জিডিপিতে একটি বিদ্যুতায়িত গ্রামের অবদান ৪৩ শতাংশ।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গৃহিত পদ্ধতি অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনা বোর্ডে মহিলা প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং তাদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিলিং হিসাবরক্ষণ, মিটার টেস্টিং শাখায় ও অফিস প্রশাসন পরিচালনা সহকারী হিসেবে চাকুরি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এছাড়া বিদ্যুতায়নের ফলে সৃষ্ট কুটির ও অন্যান্য শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের দ্বারা পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নতিতে পল্লী বিদ্যুতায়নের অবদান স্বীকৃত।

জ্বালানি

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী না হলেও এ দেশে রয়েছে উন্নতমানের প্রাকৃতিক গ্যাস, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার পাশাপাশি বড় পুকুরিয়ার আবিষ্কৃত কয়লা খনি জ্বালানি ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করেছে। বর্তমানে দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭০ ভাগ এ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হলেও ভবিষ্যতে এতে কয়লার ব্যবহার যোগ হলে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে। ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত দেশের মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে মোট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে উত্তোলন যোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০.৫১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জুন ২০০৪ পর্যন্ত উত্তোলন যোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৪.৯৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। আর এমপুঞ্জিত প্রাকৃতিক গ্যাস

উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫.৫৪৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নে সারণি ১০.১৭ তে দেশে মোট গ্যাস মজুদ, উত্তোলনযোগ্য মজুদ এবং জুন ২০০৪ পর্যন্ত একমুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদন দেখানো হ'ল:

**সারণি : ১০.১৭: দেশের মোট গ্যাস মজুদ, উত্তোলনযোগ্য মজুদ এবং
জুন ২০০৪ পর্যন্ত একমুঞ্জিত উৎপাদন।**

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	মোট মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)	মজুদ (উত্তোলনযোগ্য)	একমুঞ্জিত উৎপাদন (জুন ২০০৪ পর্যন্ত)	অবশিষ্ট (জুন ২০০৪)
বাখরাবাদ	১৪৯৮.৬	১,০৪৯.০	৬২৯.৯	৪১৯.১
হবিগঞ্জ	৫,১৩৯.০	৩,৮৫২.৩	১,১৫২.৬	২,৬৯৯.৭
জালালাবাদ	১,১৯৫.০	৮৩৬.৫	১৯২.২	৬৪৪.৩
কৈলাশটিলা	২,৭২০.১	১,৯০৩.৩	৩২৩.৯	১,৫৭৯.৮
মেঘনা	১৭০.৬	১১৯.৬	৩৩.০	৮৬.৬
নরসিংদী	৩০৭.২	২১৫.১	৫০.৩	১৬৪.৮
রশিদপুর	২,০০২.০	১,৪০১.২	৩২৪.৬	১,০৭৬.৬
সিলেট	৬৮৩.৯	৪৭৮.৭	১৬৮.৩	৩১০.৮
সান্দু *	১,০৩১.০	৮৪৮.৫	২৭৩.৮	৫৭৪.৭
সালদানদী	১৬৫.৮	১১৬.১	৩৫.৬	৮০.৫
তিতাস	৭,৩২৫.০	৫,১২৭.৫	২,২৪৬.০	২,৮৮১.৫
বিয়ানীবাজার	২৪৩.১	১৭০.২	২৭.৩	১৪২.৯
ফেঞ্চগঞ্জ	৪০৪.০	২৮২.৮	০.৮	২৮২.০
ফেনী	১৮৫.২	১২৯.৬	৪০.৩	৮৯.৩
উৎপাদনে যায় নাই:				
বেগমগঞ্জ	৪৬.৭	৩২.৭	০.০০০	৩২.৭
কুতুবদিয়া *	৬৫.০	৪৫.৫	০.০০০	৪৫.৫
সেমুতাং	২২৭.০	১৫০.৩	০.০০০	১৫০.৩
শাহবাজপুর	৬৬৪.৩	৪৬৫.৬	০.০০০	৪৬৫.৬
বিবিয়ানা	৩,১৪৪.৫	২৪০০.৮	০.০০০	২,৪০০.৮
মৌলভীবাজার	৪৪৮.৯	৩৫৯.৬	০.০০০	৩৫৯.৬
স্থগিত				
ছাতক	৬৭৭.০	৪৭৩.৯	২৬.৪	৪৪৭.১
কামতা	৭১.৮	৫০.৩	২১.১	২৯.২
মোট:-	২৮,৪১৫.৭	২০,৫০৯.১	৫,৫৪৬.৬	১৪,৯৬২.৫

* অফশোর ক্ষেত্র

বর্তমানে দেশে ১৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫৫টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ গ্যাস ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে:- তিতাস (১৪টি কূপ), বাখরাবাদ (৪টি কূপ), হবিগঞ্জ (৯টি কূপ), রশিদপুর (৭টি কূপ), কৈলাশটিলা (৩টি কূপ), সিলেট (১টি কূপ), মেঘনা (১টি কূপ), সালদানদী (২টি কূপ), সাংগু (৩টি কূপ), জালালাবাদ (৪টি কূপ), বিয়ানীবাজার (২টি কূপ), ফেঞ্চগঞ্জ (২টি কূপ) এবং ফেনী (২টি কূপ)। ফেনী ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র দু'টি দীর্ঘদিন উৎপাদনশীল থাকার পর বিগত কয়েক বৎসর যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে বাপেক্স এবং নিকো রিসোর্সেস্ এর যৌথ উদ্যোগে গত ০২-১১-০৪ তারিখ হতে ফেনী গ্যাস ফিল্ড থেকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রটিকে পুনরায় উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে বাপেক্স এবং নিকো রিসোর্সেস্ যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম শুরু করেছে। বিগত ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২১.১৬ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে ৪৫৪.৫৯ বিলিয়ন ঘনফুট। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সারকারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। নিম্নের সারণি ১০.১৮ এবং ১০.১৯- এ খাতওয়ারি বছরভিত্তিক গ্যাসের ব্যবহার ও চাহিদা দেখানো হ'ল:

সারণি-১০.১৮ : খাতওয়ারি বছর ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (১৯৯১-২০০৪)

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	গ্যাস উৎপাদন	বিক্রয়								সিএনজি	মোট বিক্রয়
		বিদ্যুৎ	ক্যাপিটিভ	সার	শিল্প	চা বাগান	মৌসুমী (ইটখোলা)	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী		
১৯৯০-৯১	১৭২.৮৪	৮২.৬০		৫৪.২০	১৩.২০	০.৭০	০.০০	২.৯০	১০.৫০	-	১৬৪.১০
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪৮	৮৮.১০		৬১.৬০	১৩.৪০	০.৭০	০.২০	২.৯০	১১.৬০	-	১৭৮.৫০
১৯৯২-৯৩	২১০.৯৮	৯৩.৩০		৬৯.২০	১৫.২০	০.৭০	০.২০	২.৪০	১৩.৫০	-	১৯৪.৫০
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭৬	৯৭.৩০		৭৪.৫০	২০.২৬	০.৭০	১.১০	২.৮৭	১৫.৪০	-	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩৮	১০৭.৪০		৮০.৫০	২৪.২৪	০.৬০	১.১০	২.৮৮	১৮.৮৬	-	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫১	১১০.৯০		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩.০০	২০.৭১	-	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	-	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০২	১২৩.৫৫		৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	-	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪৮	১৪০.৮২		৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	-	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩৫	১৪৭.৬২		৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	-	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১৬	১৭৫.২৭		৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	-	৩৪৮.৬৯
২০০১-০২	৩৯১.৫৩	১৯০.০৩		৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	-	৩৬৬.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১৬	১৯০.৫৪		৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮০	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫৯	১৯৯.৪০	৩২.০৩	৯২.৮০	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সারণি ১০.১৯ খাতওয়ারি বছর ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত	২০০৩-০৪(প্রকৃত)	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
বিদ্যুৎ	১৯৯.৪০	২২৪.৮৪	২৩৩.৬০	২৪৭.৮০	২৬৯.০০
ক্যাপিটিভ পাওয়ার	৩২.০৩	৩৬.২৮	৪১.০০	৪৫.৩০	৫১.২০
সার	৯২.৮০	৯৬.৭০	৯৬.৭০	৯৬.৭০	৯৬.৭০
শিল্প	৪৬.৪৯	৬০.৪০	৭৬.৭০	৯০.৭০	১০৬.৯০
বাণিজ্যিক	৪.৮৩	৫.০০	৫.৫০	৫.৮০	৬.৩০
ইটখোলা	০.১২	০.১০	০.২০	০.১০	০.১০
গৃহস্থালী	৪৯.২২	৫৬.১০	৬৩.৩০	৭১.৪০	৮০.৭০
চা বাগান	০.৮২	০.৮৩৯৫	০.৮০	০.৮০	০.৮০
সিএনজি	১.৯৪	২.১৯	২.৫০	২.৭০	২.৯০
সিস্টেম লস *	২৬.৯৪	২৪.৪৫	২৩.৭০	২৩.০০	২১.৭০
মোটঃ-	৪৫৪.৫৯	৫০৬.৯	৫৪৪.০০	৫৮৪.৩০	৬৩৬.৩০

* নিজস্ব ব্যবহারসহ। উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

দেশে উৎপাদনশীল বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের কারনে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। তাতে আকর্ষণীয় শর্তে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর আওতায় বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করার ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। ডিসেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য ১০টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে দু'টি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ১০টি ব্লকের জন্য ৮টি চুক্তি বহাল রয়েছে। নিম্নের সারণিতে ১০.২০ এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ১০.২০ঃ উৎপাদন বন্টনের ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সম্পাদিত চুক্তি (ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত)।

আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী	অনুসন্ধান ব্লক	এলাকা
ইউনোকল বাংলাদেশ লিমিটেড	১৩,১৪	সিলেট, মৌলভীবাজার।
ইউনোকল বাংলাদেশ লিমিটেড	১২	সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

কেয়ার্ন এনার্জি সান্দ্র ফিল্ড লিঃ/হ্যালিবার্টন এনার্জি ইনকর্পোরেটেড	১৬	ফেনী,বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, কুতুবদিয়া এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।
তাল্লা বাংলাদেশ লিমিটেড/অকল্যান্ড অয়েল কোম্পানী	১৭ ও ১৮	কক্সবাজার এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।
তাল্লা বাংলাদেশ লিমিটেড/নিকো রিসোর্সেস(কেম্যান)লিমিটেড/বাপেক্স	৯	গাজীপুর,নরসিংদী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর।
ইউনোকল বাংলাদেশ লিমিটেড/বাপেক্স	৭	বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।
কেয়ার্ন এনার্জি এ্যক্সপ্লোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেড/বাপেক্স	৫	খুলনা,সাতক্ষীরা,বাগেরহাট এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।
কেয়ার্ন এনার্জি এ্যক্সপ্লোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেড/বাপেক্স	১০	লক্ষীপুর,নোয়াখালী,ভোলা,শাহবাজপুর এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর।

উপরে বর্ণিত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে কেয়ার্ন এনার্জি বঙ্গোপসাগরে ১টি গ্যাসক্ষেত্র (সাংগু) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ সন হতে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীনে সাংগু ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়েছে। এছাড়া ইউনোকল ব্লক ১৪ এর মৌলভীবাজার এবং ব্লক ১২ এর বিবিয়ানায় গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন কাজ চলছে এবং চলতি ২০০৫ সালে এ গ্যাস ক্ষেত্র হতে উৎপাদন শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উন্নয়ন প্রকল্প পেট্রোবাংলা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ এ ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা যাবে।

দেশে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ গুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে শ্রীকাইল তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প, শাহবাজপুর ও ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত গ্যাস ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ৩০" ব্যাসের ৩৭ কিমি দীর্ঘ আশুগঞ্জ-মনোহরদী এবং এডিবির অর্থায়নে ২০" ব্যাসের ৬০ কিমি ধনুয়া-আমিনবাজার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মানের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। যমুনা সেতুতে গ্যাস লাইন স্থাপনের ফলে যমুনা নদী অতিএম করে বাঘাবাড়ী হয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেড পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যার মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ পাবনা ও ঈশ্বরদী শহরে এবং বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ শুরু করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বগুড়া শহরে গ্যাস সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে “নলকা-বগুড়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের” (২৪" ব্যাস × ৬ কিমি + ২০" ব্যাসের × ৫৪ কিমি) কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

এল পিজি ও সি এন জি

এল পিজি: কৈলাশটিলায় স্থাপিত এলপিজি প্ল্যান্টের মাধ্যমে কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের এনজিএল হতে বৎসরে ৭০০০ (সাত হাজার) মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত আদ্র গ্যাস ক্ষেত্র যথা কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার ও জালালাবাদ হতে উৎপাদিত এনজিএল ফ্র্যাকশনেশনের মাধ্যমে এলপিজি মটর স্পিরিট, হাই স্পীড ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ উৎপাদনের লক্ষ্যে কৈলাশটিলায় সরকারি অর্থায়নে ১১০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং বেসরকারিখাতে আরও ২/৩টি এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে।

সিএনজি : পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজি'তে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে দেশে এ যাবত প্রায় ৬৯ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এডিবির অর্থায়নে “ঢাকা ক্লিন

ফুয়েল প্রজেক্ট”এর আওতায় ২৬টি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য এ সকল সিএনজি স্টেশন দেশের ৫টি হাইওয়ে যথাঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-আরিচা এবং ঢাকা-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া হাইওয়ের সুবিধাজনক স্থানে স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে। এ প্রজেক্টের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিএনজি চালিত ৩০০/৪০০ (তিন/চারশত) বাস এবং বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পেট্রোল চালিত যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপান্তর কিট আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২টি সিএনজি রূপান্তর ওয়ার্কশপ এবং ১টি সিএনজি মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন এবং ঢাকা শহরে সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ১০০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রমে হাতে নেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে সরকার তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। এলপিজি এবং সিএনজি প্রকল্পসমূহ দেশে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনবে এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কয়লা ও কঠিন শিলা

খনিজ খাতের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্পটি ২০০৪-০৫ অর্থ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হবে। এই উত্তোলিত কয়লার মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ টন কয়লা বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্ট ৩ লক্ষ টন কয়লা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাজারজাত করা হবে। তাতে দেশের ইট প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঠের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করতে পারবে যা দেশের বনজ সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পটিও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে প্রতিবছর প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। আলোচ্য কঠিন শিলা দেশীয় নির্মাণ কাজ যথা- সড়ক, জনপথ, রেলপথ এবং নদী শাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করণ এবং দেশের একমাত্র জ্বালানী তেল শোধনাগার ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর মূল ডিস্ট্রিভিশন কলাম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপি জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৮.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। নিম্নের সারণি ১০.২১ এবং ১০.২২ -এ বিপিসি কর্তৃক ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেয়া হ’লঃ

সারণি-ঃ ১০.২১ঃ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি।

অর্থবছর	পরিমাণ(মেট্রিক টন)	পরিমাণ মেট্রিকটন/ মূল্য কোটি টাকায়	
		সি এন্ড এফ মূল্য /মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
১৯৯০-৯১	১১,৮১,৬৫২	২১৫.৩৬	৭৮৩.০৪
১৯৯১-৯২	১০,১৭,৭৬৪	১৪৭.৬৩	৫৭০.৪০
১৯৯২-৯৩	১১,২৮,৬৫৭	১৬২.৫২	৬৩৮.১৭
১৯৯৩-৯৪	১২,৩৯,০৩৮	১৪৯.৯৪	৫৯৯.২০
১৯৯৪-৯৫	১৩,৬৩,৮৮৮	১৮১.৮৩	৭৩৩.৮৮
১৯৯৫-৯৬	১১,৪০,৩৩৪	১৫৩.৪২	৬৩৯.২৩
১৯৯৬-৯৭	১২,৩৯,৬৯৯	২০৩.৬৯	৮৭৫.৩১
১৯৯৭-৯৮	১১,৪৪,০৪৮	১৫১.৫৬	৭১৪.১০
১৯৯৮-৯৯	৯,৫৫,৮৭৪	৯৮.১০	৪৭৩.৭২
১৯৯৯-২০০০	১২,৩৬,০৪৯	২১৮.৬৮	১১১০.৯৬
২০০০-০১	১৩,৩৭,১২১	২৯০.৭৩	১৫৯৮.৬০

২০০১-০২	১২,২৪,৭০৭	২২০.১৯	১২৭৭.৭৮
২০০২-২০০৩	১৩,৩১,০০৩	২৮৯.৩০	১৬৯৩.০৩
২০০৩-০৪	১২,৫২,৪২৪	৩১৪.১২	১৮৪৮.৪৩
জুলাই-নভেম্বর, ২০০৪-০৫	৩,৮৪,৪০৬	১১০.৮০	৬৫৩.৭২

সারণি- ১০.২২ঃ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

পরিমাণ মেট্রিক টনে/মূল্য কোটি টাকায়

অর্থবছর	জেপি-১,কেরোসিন,পেট্রোল,বিটুমিন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১৯৯০-৯১	৬৮৪৪৪১	৬৮৮.৯৯	২৬৫২২	৪৪.১৬
১৯৯১-৯২	৮০৫৬৫৮	৬২৩.০৪	২৫৭৭১	৩৪.৯৯
১৯৯২-৯৩	৭৯২১৩১	৬০৭.৮১	২৮৬৬০	৩৬.৮৯
১৯৯৩-৯৪	৯১৬৬৫৮	৬১৯.৬২	৩৪২৭৪	৪৫.১৫
১৯৯৪-৯৫	১১১৪৫৭২	৭৫৮.১৪	৫০২৬২	৮১.০৯
১৯৯৫-৯৬	১৪৬৬১১৮	১১২৫.০৭	৩৯১৮৪	৬৮.৫২
১৯৯৬-৯৭	১৫৯৬৫৬৭	১৫১০.১০	৪৭৬৩৮	৬৪.৯৮
১৯৯৭-৯৮	১৭৩৪৮৭৪	১২৭৫.০৪	৩৯৭৪২	৫৭.৫৩
১৯৯৮-৯৯	২২২১৮৭২	১৩৫০.১০	৩৯৯৬১	৪৫.৬২
১৯৯৯-২০০০	১৮২৩৪০০	২০২১.২৩	৫০২২৯	৮৬.৪১
২০০০-০১	২০৬৮৯১৩	২৯৯৯.২০	২৯৯১৮	৬৯.৩৪
২০০১-০২	২০৭২৩০০	২৫৩৫.৬২	১৫৩১৬	৩০.৫৯
২০০২-০৩	২২১৩৮৯৯	৩৩১৯.৩৫	১৯১১	৫.১০
২০০৩-০৪	২২৬২৩৪৮	৪০১৫.৮১	৬৫১৬	১৮.৩৮
জুলাই-নভেম্বর-০৪-০৫	৮১৫৪১৩	১৯৪৪.১৯	০	০

জ্বালানি তেল বাবদ আর্থিক ক্ষতি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য ঊঠানামা করে থাকে। আর এমূল্য একবার বৃদ্ধি পেলে পূর্বের ন্যায় আর নেমে আসেনা। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ১১৬১.১৯ কোটি টাকা, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে, ১৩১১.২৩ কোটি টাকা, ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৭৮০.২১ কোটি টাকা এবং ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ৭.৬১ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমাণ ১১২৯.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়াতে বলে অনুমিত হচ্ছে। তবে শুল্ক ও কর বাবদ বিপিসি ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ২৭৬৬.১৩ কোটি টাকা এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ৩০৮৭.২৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। তাছাড়া চলতি অর্থবছরের (২০০৪-০৫) মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত এখাতে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১৪০৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং এপ্রিল, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত এ ঘাটতির পরিমাণ ৬১৬ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, তাতে চলতি অর্থবছরে মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২০২০ কোটি টাকায় দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশে খনিজ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তার ফলে দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া দিঘীপাড়া এবং রংপুর জেলার খালসপীরে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচাবালি, সাদামাটি ও নুড়ি পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি এর গবেষণাগারটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০০৪-২০০৫) সারা দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার জন্য ৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম” শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৯টি কর্মসূচি

বাস্তবায়িত হবে। তন্মধ্যে বর্তমানে দিনাজপুর জেলার দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের মজুদ নির্ধারণে একটি কূপ (জিবিএইচ-৬১/০৪) খননের কাজ চলছে। এ কূপের বর্তমান গভীরতা ১৮১.৪০ মিটার। উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালে জিএসবি কর্তৃক এ কয়লা ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মজুদ নির্ধারণ ও কয়লা ক্ষেত্রে বিস্তৃতি নির্ণয়ে এ পর্যন্ত মোট ৩টি কূপ খনন করা হয়েছে এবং ৪র্থ কূপটির খনন কাজ শেষ হলে এ কয়লা ক্ষেত্রের মজুদ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। নিম্নে খননকৃত ৩টি কূপের বিভিন্ন কয়লাস্তরের গভীরতা এবং পুরুত্ব দেখানো হল :

জিডিএইচ-৬০	জিডিএইচ-৪৯	জিডিএইচ-৫৮
স্তর-১ঃ ৩৫৫.১-৩৬৫.০০=৯.৯মিঃ	স্তর-১ঃ ৩২৭.৯৬-৩৪৫.০৩=১৭.০৭মিঃ	স্তর-১ঃ ৩৮৩.৫৩-৪০০.৫০=১৬.৯৮ মিঃ
স্তর-২ঃ ৩৬৮.৮০-৪০২.৭৯=৩৩.৯৯মিঃ	স্তর-২ঃ ৩৪৮.৩৯-৩৮২.২২=৩৩.৮৩ মিঃ	স্তর-২ঃ ৪০৩.৬২-৪৩৮.৯১=৩৫.২৯মিঃ
স্তর-৩ঃ ৪০৭.৫২-৪০৮.০৪=০.৫২ মিঃ	স্তর-৩ঃ ৩৮৪.৬৬-৩৯১.৬৬=৭.০০ মিঃ	স্তর-৩ঃ ৪৪১.৩৫-৪৪২.৫৭=১.২২মিঃ
স্তর-৪ঃ ৪১৬.৩৬-৪১৯.২৫=২.৮৯ মিঃ	স্তর-৪ঃ ৩৯৫.৯৪-৩৯৮.৩৭=২.৪৩ মিঃ	স্তর-৪ঃ ৪৪৪.৭৯-৪৫৫.০৭=১০.২৮ মিঃ
	স্তর-৫ঃ ৪০০.৫০-৪০১.৮৮=১.৩৮ মিঃ	
মোট পুরুত্ব ৪৭.৩০ মিঃ	৬১.৭১ মিঃ	৬৩.৭৭ মিঃ

বর্তমানে জিসএবি দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ নিরসন এবং ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগের সমীক্ষা পরিচালনা করাসহ এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনারে তাদের মতামত উপস্থাপন করে থাকে।

এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এখাতে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাধীন ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের জন্য অফিস ভাড়া করে ২ জন সদস্য নিয়োগ দিয়ে ২০০৪ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এ্যাক্ট, ২০০৩ এর মাধ্যমে এই কমিশনকে অন্যান্য কাজের মধ্যে, এনার্জি সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান, এনার্জির উপর ট্যারিফ নির্ধারণে সরকারের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক পদ্ধতি নির্ধারণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এনার্জি সংক্রান্ত আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

কমিশন ইতোমধ্যে এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর পরিপূরক হিসেবে বেশ কয়েকটি প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে আলোচ্য কমিশনের অনুকূলে ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০.৮৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। উক্ত সময়ে কমিশন ৩৪,৫৬,৪৫৮/- ব্যয় করে এবং আয় করে টাকা ১৭০০/- (সতের শত টাকা)। সম্প্রতি ইউএসএইড ও বিশ্ব ব্যাংক এই কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাবলম্বী ও দৃঢ়করণের লক্ষ্যে কারিগরি সাহায্য প্রদানে এগিয়ে এসেছে।